দৃষ্টিহীন ছাত্রকে আলো হেড স্যারের

প্রত্যূষ চক্রবর্তী ■ আউশগ্রাম

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্র নবকুমারের অন্যতম গুণ ছিল পরোপকার ও পরদুঃখকাতরতা। এ যুগে তেমনই এক নবকুমারের দেখা পেলেন দিনমজুর গোপাল টুডু।

সফল অপারেশন

জন্ম থেকেই দু'চোখে দৃষ্টিশক্তি ছিল না তাঁর ছেলের। অভাবের সংসারে গত ১৩ বছর ধরে ছেলের চোখে আলো ফেরানোর চেষ্টা করেও সফল হননি। শেষ পর্যন্ত এক শিক্ষকের ঐকান্তিক উদ্যোগে অন্ধকার জীবন ফের আলোয় ফিরল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ভেদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রামকৃষ্ণ টুডু। নিজের বেতনের সঞ্চয় থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে ছাত্রের এক চোখে কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নবকুমার ঘোষ। শিক্ষক দিবসে চোখের জলে তাঁর পা ধুইয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন ছাত্রের দিনমজুর বাবা। এমন মানবিক উদ্যোগে কৃতজ্ঞ গোটা গ্রামও।

শিক্ষক দিবসে নবকুমার ঘোষকে (মধ্যিখানে) কৃতজ্ঞতা গোপালের (ডানে)। চোখের আলো ফিরছে রামকৃষ্ণর —এই সময়

রামকৃষ্ণ তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে। সেই সময়ে চোখে দেখতে না-পেলেও

▶ এরপর ছয়ের (মুহূর্তে) পাতায়